মাস পর শহীদ মুজাহিদকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের গেইটে দেখেছে। সে স্বীকার করেছে যে, শহীদ মুজাহিদকে পূর্ব থেকে চিনতো না। গেইটে প্রহরারত ব্যক্তিরা বলাবলি করছিল যে, গোলাম আযম, নিজামী ও মুজাহিদ কলেজে এসেছেন এবং তখন সে মুজাহিদ সাহেবকে চিনতে পারে। ***রুস্তম আলী মোল্লার সাক্ষ্যে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সে পূর্ব থেকে এই তিন জনের কাউকেই চিনতো না। কেউ তাকে সুনির্দিষ্টভাবে মুজাহিদ সাহেবকে চিনিয়েও দেয়নি। তাহলে প্রশ্ন জাগে, পূর্ব থেকে না চেনা সত্ত্বেও কিভাবে সে নিজেই কলেজের গেইটে মুজাহিদ সাহেবকে চিহ্নিত করল?*** তর্কের খাতিরে রুস্তম আলী মোল্লার কথা সত্য বলে ধরে নিলেও এর দ্বারা কি আদৌ এটি প্রমাণিত হয় যে, ***তিনি আর্মি অফিসারের সাথে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করেছেন?***

জহির উদ্দিন জালাল তার সাক্ষ্যে বলেছেন, নিজামী, মুজাহিদরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আসতেন-এই খবরগুলো রুস্তম আলী মোল্লা কেরানীগঞ্জে তাকে জানিয়েছে। অন্যদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা জেরায় স্বীকার করেছেন রুস্তম আলী মোল্লা তদন্তকালে তার কাছে বলেনি যে, বিচ্ছু জালাল নামে কারো সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। ***সুতরাং জালালের দাবি অসত্য প্রমাণিত।***

রুস্তম আলী মোল্লার পিতা মো. রহম আলী মোল্লা ১৯৭১ সালে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা জেরায় স্বীকার করেছেন যে, তিনি আজও জীবিত আছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলায় তাকে সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে হাজির করেনি। ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মুহিবুল্লাহ খান মজলিস এবং তার ছেলে বর্তমান অধ্যক্ষ তারেক ইকবাল খান মজলিসকেও (যিনি ১৯৭১ সালে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন) সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়নি। অধিকন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৯৭১ সালে অত্র কলেজে কর্মরত কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সাথে কথাবার্তা বলেননি এবং তাদের কাউকে সাক্ষী মান্য করেননি। ***প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিবর্গ জীবিত থাকা স্বত্ত্বেও অপ্রাপ্তবয়স্ক একজন ব্যক্তির সন্দেহজনক ও প্রশ্নবিদ্ধ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শহীদ মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড কিভাবে বহাল রাখা হয়েছে?***

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আর্মি অফিসারের সাথে বুদ্ধিজীবী হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু তিনি কবে কোথায় কোন্ আর্মী অফিসারের সাথে এই ষড়যন্ত্র করেছেন এই মর্মে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য-প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষ উপস্থাপন করতে পারেনি। উল্লেখ্য, ***এই কথিত ষড়যন্ত্রের ফলে কে কাকে কোথায় কখন কিভাবে হত্যা করেছে এই মর্মে কোন মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।***

রাষ্ট্রপক্ষের আনীত ১ নং অভিযোগে সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে হত্যার কথা উল্লেখ থাকলেও মহামান্য আপিল বিভাগ অত্র অভিযোগ থেকে শহীদ মুজাহিদকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন। অর্থাৎ ***সুস্পষ্ট হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকার একটি মাত্র যে অভিযোগ শহীদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল তা থেকেও সর্বোচ্চ আদালত জনাব মুজাহিদকে খালাস প্রদান করে।***

শহীদ মুজাহিদকে আলবদরের কমান্ডার হিসেবে সাজা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নমালার কোন সদুত্তর রাষ্ট্রপক্ষ দিতে পারেননি-

- কে কখন কোথায় কিভাবে শহীদ মুজাহিদকে আলবদরের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন?
- তিনিই কি আলবদরের প্রথম এবং শেষ কমান্ডার? তার আগে এবং পরে কে বা কারা এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন?
- রাষ্ট্রপক্ষের ভাষ্যমতে ১৯৭১ সালের মে মাসে জামালপুরে মেজর রিয়াজের প্রচেষ্টায় আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। ঐ সময় শহীদ মুজাহিদ ঢাকা জেলার ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তাহলে ঢাকায় বসে কিভাবে তিনি জামালপুরে গঠিত আলবদর বাহিনীর কমান্ডার হলেন?
- অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সম্পাদিত 'দি ভ্যাঙ্কুইশড জেনারেলস' বইয়ে রাও ফরমান আলী এবং জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি স্বীকার করেছেন যে, আলবদর বাহিনী সরাসরি আর্মির কমান্ডে এবং কন্ট্রোলে পরিচালিত হতো। প্রশ্ন হলো শহীদ মুজাহিদ একজন ছাত্রনেতা হয়ে কিভাবে এই বাহিনীর কমান্ডার হলেন? এই বইটি ডিফেন্স আইনজীবীগণ পুনর্বিবেচনার